দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 DEC 1985
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

11

সার্ক দেশসমূহের জনসংখ্যা সমস্যা

এ বছরের ডিসেম্বরের ৭ ও ৮ তারিখ এই প্রথমবারের মত ঢাকায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক দেশসমূহের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশী নেতৃত্বের ধারণাগত দিক থেকে উদ্ভূত এই সংস্থার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ দেশের ইতিহাসের একটি অনন্য সাধারণ ও গৌরব দীপ্ত অধ্যায়। প্রাচীন ইতিহাস আর ঐতিহ্যের অধিকারী সার্ক দেশগুলোর গৌরব করার মত রয়েছে অনেক কিছু। কিন্তু এ সত্ত্বেও সার্ক দেশগুলোর সাধারণ জীবন মান এখন পর্যন্ত খুবই নিম্নমানের। একমাত্র শ্রীলংকা বাদ দিয়ে অন্যসবকটি দেশে শিক্ষিতের হার অত্যন্ত কম। উপমহাদেশের তিনটি দেশেই শিক্ষিতের হার মাত্র ২২/২৩ শতাংশ এবং গত দুই দশক ধরে বলতে গেলে তা আদৌ বাড়েনি।

এই অঞ্চলের তথা দক্ষিণ এশিয়ার সব কটি দেশেরই একটি অভিন্ন সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা সমস্যা। সামান্য তারতম্য থাকা সত্ত্বেও এইসব দেশেরই জনসংখ্যা সমস্যা বিরাজমান এবং তা ক্রমশঃ আরো মারাত্মক আকার ধারণ করছে। ঐতিহাসিকভাবেই সিন্ধু অববাহিকা থেকে ইয়াংসি অববাহিকা পর্যন্ত প্রধানতঃ সমভূমি অঞ্চল এবং বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চল।

আসুন, সার্ক অঞ্চলের জনসংখ্যা সম্পর্কিত কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শুরুতেই আমাদের নিজ দেশ-বাংলাদেশের কথা ধরা যাক। বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮২ সালে জনসংখ্যা ছিল ৯ কোটি ২৯ লাখ এবং এখন তা ১০ কোটির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ ছিলো জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বের অষ্টম দেশ কিন্তু ১৯৮০-তে তা ৬ষ্ঠ দেশে পরিণত হয়েছে।

সার্ক অঞ্চলের বৃহত্তম দেশ ভারত-আয়তন ৩২ লাখ ৮৮ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৯৮২ সালে ৭১ কোটি ৭০ লাখ। আয়তনে ভারত বাংলাদেশের ২৩ গুণ বড় আর জনসংখ্যায় ৭ গুণ বেশী।

পাকিস্তানের আয়তন ৮ লাখ ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার আর জনসংখ্যা ১৯৮২ সালে ৮ কোটি ৮১ লাখ। আয়তনে পাকিস্তান বাংলাদেশের চাইতে সাড়ে ৫ গুণ বড় কিন্তু জনসংখ্যা ১ কোটির মত কম.

নেপালের আয়তন ১ লক্ষ ৪১ হাজার বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ বাংলাদেশের সামান্য কম। ১৯৮২-তে নেপালের জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৪ লাখ।

শ্রীলংকার আয়তন ৬৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার আর ১৯৮২-তে জনসংখ্যা ১ কোটি ৫২ লাখ।

ভুটানের আয়তন ৪৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার, আবার জনসংখ্যা ১৯৮২-তে ১২ লাখ.

মালদ্বীপের জনসংখ্যা মাত্র পৌণে ২ লাখের কাছাকাছি

বিশ্বব্যাংকের মতে চলতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে ২০শ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১৫ কোটি ৭০ লাখ আর ২০শ ৫০ সালে ২১ কোটি ২০ লাখ, ভারতের হবে ২০শ সালে ৯৯ কোটি ৪০ লাখ আর ২০শ ৫০ সালে ১শ ৫১ কোটি ৩০ লাখ। পাকিস্তানের হবে ২০শ সালে ১৪ কোটি আর ২০শ ৫০ সালে ৩০ কোটি ২০ লাখ। নেপালের হবে ২০শ সালে ২ কোটি ৪০ লাখ আর ২০শ ৫০ সালে ৫ কোটি ৪৩ লাখ। শ্রীলংকার হবে ২০শ সালে ২ কোটি ১০ লাখ আর ২০শ ৫০ সালে ৩ কোটি ১০ লাখ। ভুটানের হবে ২০শ সালে ২০ লাখ আর ২০শ ৫০ সালে ৩০ লাখ।

সার্ক অঞ্চলের এই দেশগুলোতে ডিপেনডেন্সি রেসিও বা নির্ভরশীল জনসংখ্যা বাংলাদেশে ১৯৬০-এ ৯০ শতাংশ, ১৯৮০-তে ৮৩ শতাংশ আর দু হাজার সালে হবে ৮৬ শতাংশ। ভারতে ১৯৬০-এ ৮৪ শতাংশ, ১৯৮০-তে ৭৮ শতাংশ এবং দু হাজার সালে হবে ৬০ শতাংশ। পাকিস্তানে ১৯৬০ সালে ৯৩ শতাংশ, ১৯৮০-তে ৮৯ শতাংশ এবং দু হাজার সালে হবে ৮২ শতাংশ। নেপালে ১৯৬০ সালে ৭৪ শতাংশ, ১৯৮০-তে ৮৫ শতাংশ এবং দু হাজার সালেও ৮৫ শতাংশ। শ্রীলংকায় ১৯৬০ সালে ৮৪ শতাংশ ১৯৮০-তে ৭০ আর দু হাজার সালে ৫৬ শতাংশে নেমে আসবে। ভুটানে ১৯৬০ সালে ৮৯ শতাংশ, ১৯৮০ সালে ৭৭ শতাংশ এবং দু হাজার সালেও ৭৭ শতাংশ থাকবে।

সার্ক অঞ্চলের দেশগুলো পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে—বাংলাদেশ ১৯৭১, নেপাল ১৯৬৬ ভারত ১৯৫২, শ্রীলংকা ১৯৬৫, পাকিস্তান ১৯৬০ এবং ভুটান ১৯৭৯ সালে।

আলোচ্য দেশগুলোতে জন্মলগ্নে পুরুষ মহিলাদের সম্ভাব্য আয়ুস্কাল —বাংলাদেশ ১৯৬০ সালে পুরুষ—৪৬ আর ১৯৮২-তে ৪৮ বছর। মহিলা ১৯৬০-এ ৪২ আর ১৯৮২-তে ৪৯ বছর। ১৯৬০ থেকে ৮২ সালের মধ্যে বাংলাদেশে মহিলাদের গড় আয়ুস্কাল ৭ বছর বেড়েছে এবং বর্তমানে তা পুরুষদের তুলনায় ১ বছর বেশী।

নেপালে জন্মলগ্নে পুরুষদের সম্ভাব্য আয়ুস্কাল ১৯৬০ সালে ছিল ৩৯ আর ১৯৮২-তে তা উন্নীত হয়েছে ৪৬ বছরে। আর মহিলাদের ১৯৬০-এ ছিল ৩৮ আর ৮২-তে ৪৫ বছর। লক্ষ করা যায় যে নেপালে মহিলাদের আয়ু পুরুষদের তুলনায় ১ বছর কমই থেকে যাচ্ছে।

ভারতে পুরুষদের গড় আয়ু ১৯৬০-এ ছিল ৪৩ বছর। ১৯৮২-তে তা ৫৫ বছরে উন্নীত হয়েছে। ১৯৬০-এ মহিলাদের আয়ু ছিল ৪২ বছর আর ৮২-তে তা ৫৪ বছরে দাঁড়ায়। নেপালের মত ভারতেও মহিলাদের আয়ু পুরুষদের তুলনায় ১ বছর কম।

পাকিস্তানে পুরুষদের গড় আয়ু ১৯৬০-এ ছিল ৪৪ আর ১৯৮২-তে দাঁড়ায় ৫১ বছর। এই একই সময়ে মহিলাদের আয়ুস্কাল দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪২ এবং ৪৯ বছর। অর্থাৎ পুরুষদের অনুপাতে ২ বছর কম।

ভুটানে ১৯৬০-এ পুরুষদের আয়ু ছিল ৩৩ বছর আর ৮২-তে দাঁড়ায় ৪৩ বছর। ভুটানে ১৯৬০-এ মহিলাদের আয়ু পুরুষদের চাইতে ২ বছর কম ছিল ৮২-তে ১ বছর কম হিসেবে লক্ষ করা যায়।

অন্যদিকে শ্রীলংকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রীলংকায় ১৯৬০-এ পুরুষদের আয়ু ৬২ আর ১৯৮২-তে ৬৭ বছরে উন্নীত হয়। কিন্তু মহিলাদের বয়স ১৯৬০-এ পুরুষদের ঠিক সমান অর্থাৎ ৬২ বছর থাকলেও ১৯৮২-তে পুরুষদের ৬৭ বছরকে ডিঙিয়ে ৭১ বছরে উন্নীত হয় অর্থাৎ শ্রীলংকায় মহিলাদের আয়ুস্কাল পুরুষদের তুলনায় পুরো ৪টি বছর বেশী।

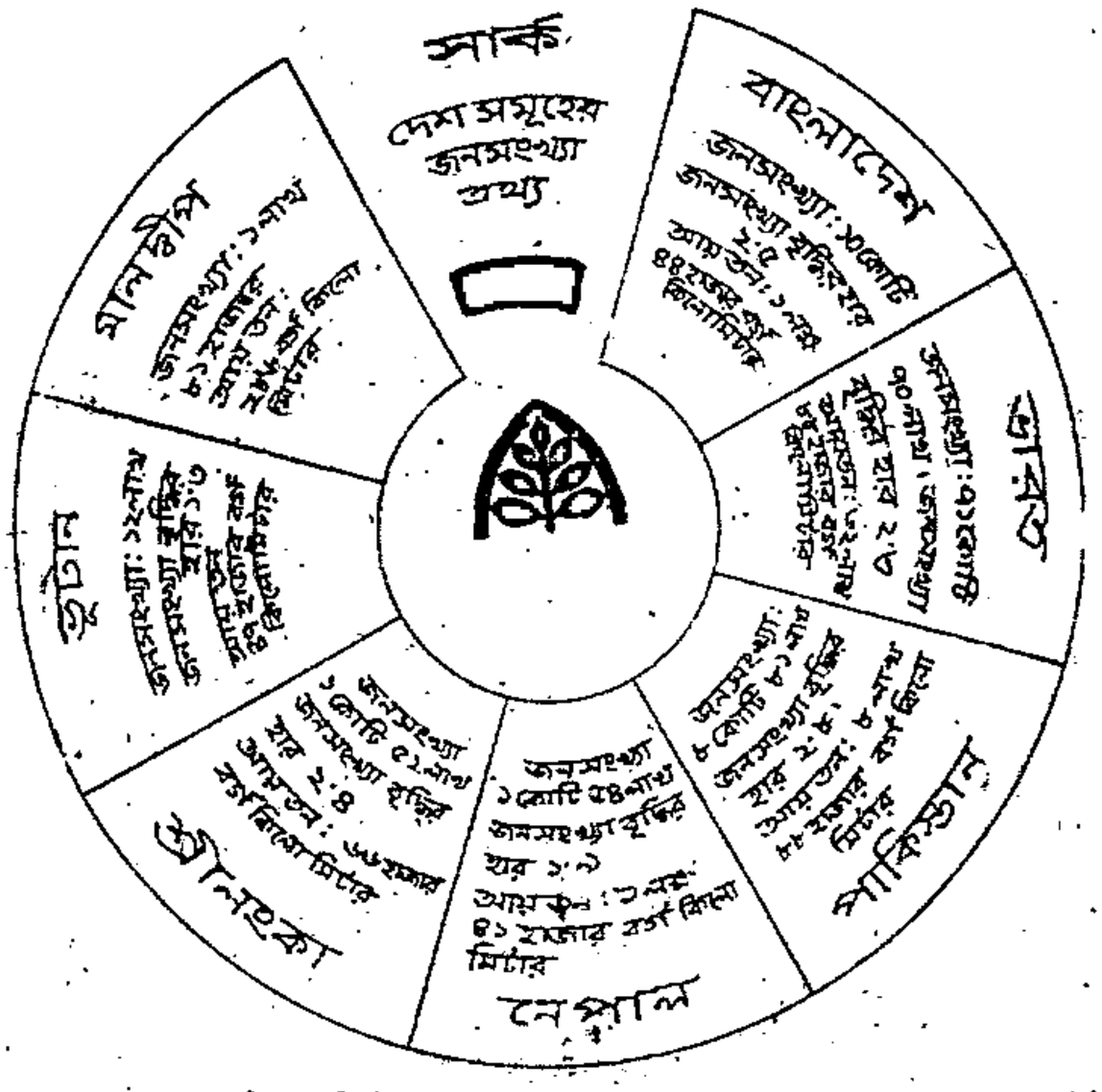

তোফাজ্জল হোসেন